পাট চাষি সমিতির নির্বাচন উপবিধি

পাট চাষি সমিতির বিভিন্ন আইন ও উপ-আইন মোতাবেক পাট চাষি সমিতির মেয়াদ কাল তিন বৎসর। কিন্তু, নানা প্রতিবন্ধকতার জন্য সময়মত নির্বাচন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। সেজন্যই এই নির্বাচন অতি শীঘ্র করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। উপজেলা থেকে প্রেরিত সর্বশেষ ভোটার তালিকা মোতাবেক খপাচাস নির্বাচিত হবে।

নির্বাচনের চারটি স্তর রয়েছে- ব্লক পর্যায় খণ্ড পাট চাষি সমিতি, উপ-জেলা পর্যায়ে উপজেলা পাট চাষি সমিতি, জেলা পর্যায়ে- জোনাল পাট চাষি সমিতি এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ পাট চাষি সমিতি। প্রতিটি স্তরের নির্বাচনের নিয়মাবলী ও সদস্য সংখ্যার রূপরেখা নিম্নে দেয়া হ'ল।

১। খণ্ড পাট চাষি সমিতি সংক্ষেপে "খপাচাস"

এটা প্রাথমিক বা ব্লক পর্যায়ের সমিতি। বর্তমান ব্লক সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত যে ব্লকে ১৫০ একর ও তদুর্দ্ধ জমিতে পাটের চাষ করা হয় শুধু মাত্র সে ব্লকেই খণ্ড পাট চাষি সমিতি গঠন করতে হবে। ৯৫০ একরের নীচে পাট আবাদী ব্লকে কোন সমিতি গঠন করা না হলেও পাট চাষের যাবতীয় কার্যকলাপ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হবে। যে সমস্ত চাষি গত পাট মৌসুমে কমপক্ষে ১/২ (আধা) বিঘা জমিতে পাটের চাষ করেছিল শুধু তারাই খপাচাষের সাধারণ সভ্য হিএবে গেণ্য হতে পারবেন।

এই স্তরের সমিতির একটা নির্বাহী পরিষদ থাকবে। ব্লকের অন্তর্গত প্রতি পাট আবাদী সাব- ব্লক থেকে এক জন করে নির্বাহী পরিষদের সদস্য সেই সাব-ব্লকের সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং তাদের মধ্য হতে একজন সভাপতি ও একজন সম্পাদক নির্বাচিত হবেন। যে ব্লকের শতকরা ৫০ ভাগ সাব-ব্লকে পাট আবাদ হবে কেবল মাত্র সেই ব্লকেই সমিতি গঠিত হবে। এ সমিতির নির্বাহী পরিষদের নির্দিষ্ট কোন সদস্য সংখ্যা থাকবে না। পাট আবাদী সাব-ব্লকের সংখ্যানুযায়ী খপাচাষের নির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, খপাচাসের নির্বাহী পরিষদের মনোনয়নের মাধ্যমে আরও ৩জন সদস্য হবেন। উক্ত মনোনীত ৩ জন সদস্যের মধ্য হতে একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হবেন। ব্লক সুপারভাইজারগণ খপাচাসের সাধারণ সদস্য হতে ঐ ৩জন সদস্যের নাম প্রস্তাবের মাধ্যমে উপ-জিলা কৃষি কর্মকর্তার নিকট চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠাবেন। উপ-জিলা কর্মকর্তার নিকট হতে অনুমোদন পাওয়ার পরই তারা খপাচাসের সদস্য হিসাবে গণ্য হতে পারবেন।

২। উপ-জিলা পাট চাষি সমিতি সংক্ষেপে "উপাচায"

এটা দ্বিতীয় বা থানা উপজেলা পর্যায়ের সমিতি। এ সমিতির একটা নির্বাহী পরিষদ থাকবে। সমিতির নির্বাহী পরিষদে উর্দ্ধে ৭জন ও কমপক্ষে ৪ জন সদস্য থাকবেন। স্ব-স্ব উপ-জেলার আওতাধীন প্রত্যেক খণ্ড পাট চাষি সমিতির সভাপতি ভোট দিয়ে এ সমিতির একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক নির্বাচন করবেন এবং খপাচাসের সহ-সভাপতিগণ ভোট দিয়ে একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করবেন। অবশিষ্ট সভাপতিগণ উপাচাসের সাধারণ সদস্য হিসাবে থাকবেন।

৩। জোনাল পাট চাষি সমিতি সংক্ষেপে "জোপাচাস"

এটা তৃতীয় বা জেলা পর্যায়ের সমিতি। প্রতি উপ-পরিচালক/ সহকারী পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ এর এলাকায় সকল উপাচাসের সভাপতিদের সমন্বয়ে এ সমিতি গঠিত হবে। এ পর্যায়ে উপাচাস এর সংখ্যানুযায়ী সভাপতিদের সমন্বয়ে একটা নির্বাহী পরিষদ থাকবে। যার মধ্যে ১জন সভাপতি, ১জন সহ-সভাপতি, ১জন সম্পাদক নির্বাচিত হবেন এবং অন্যান্য উপাচাস সভাপতিগণ সদস্য হিসাবে থাকবেন। প্রতি উপাচাসের সভাপতির ভোটের মাধ্যমে ৬ জনকে জোপাচাসের নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করবেন। উপচাসের সকল সহ-সভাপতিবৃন্দ ভোটের মাধ্যমে একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করবেন। যিনি পদাধিকার বলে সমিতির সহ-সভাপতি থাকবেন।

৪। বাংলাদেশ পাট চাষি সমিতি সংক্ষেপে "বাপাচাষ"

এটা ৪র্থ বা জাতীয় পর্যায়ে সমিতি। প্রতি জিলার জোপাচাসের সভাপতি এ সমিতির সাধারণ সভ্য হবেন। সাধারণ সভ্যগণ তাদের মধ্যে তেকে একজন সভাপতি, এবং একজন সম্পাদক এবং ৬জন নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচন করবেন। অবশিষ্ট জোপাচাসের সভাপতিগণ সাধারণ সভ্য হিসাবে থাকবেন। জোপাচাসের সহ-সভাপতিবৃন্দ ভোট দিয়ে বিাপাচাষের সহ-সভাপতি নির্বাচন করবেন যিনি পদাধিকারবলে সমিতির কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সহ-সভাপতির দ্বায়িত্ব পালন করবেন। সে মতে নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ৯ জন।

সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে

১। এ সমিতির মাধ্যমে পাট চাষিরা একতার ভিত্তিতে কাজ করতে পারেন এবং নিজেদের কর্মসূচী প্রণয়ন ও গ্রহণ করার দায়িত্ব নিতে পারেন সে সুযোগ করে দেয়া।
২। পাট চাষ তথা অন্যান্য ফসলের যাবতীয় কারিগরী তথ্যাদি প্রদান এবং অনুসরণ করার ব্যবস্থা করা।
৩। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাট ও অন্যান্য ফসলের চাষের সুযোগ সুবিধে করা এবং ফলন বাড়ানোর ক্ষেত্রে সে গুলোর ব্যবহার করা।
৪। পাট ও অন্যান্য ফসলের চাষে পরস্পরকে সাহায্য করা।
৫। চাষিদের মধ্যে সকল কাজের দায়িত্ব নেবার জন্য স্থানীয় নেতা ও আদর্শ চরিত্র গড়ে তোলার সুয়োগ প্রদান।
৬। সময় মত বিভিন্ন প্রকার কৃষি ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা প্রণয়নে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে সাহায্য এবং ঋণ সময় মত পরিশোধ করতে পাট চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।
৭। নায্য মূল্যে চাষিদের পাট ও অন্যান্য ফসল বিক্রি করার ব্যবস্থা করা।
৮। সমিতির সভ্যদের আর্থিক উন্নয়নে সাহায্য করা।
৯। সমিতির সভ্যদের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো এবং তাদেরকে “স্বনির্ভর” হতে চেষ্টা চালানো।
১০। সমিতির সভ্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া এবং কৃষি বিষয়ক পেশায় লাভবান হতে সহায়তা করা।
১১। কৃষকদের মধ্য হতে স্থানীয় সম্প্রসারণ কর্মি গড়ে তোলা।
১২। কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতির স্তর ও বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী ও সংস্থার সাথে সমন্বয় রক্ষা করতে সুযোগ দেয়া।

সমিতির কাজ

১। সমিতির চাষিরা কৃষি ঋণ যাতে ঠিকমত এবং সময়মত পান সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদেরকে সহায়তা করা। ঋণ যাতে আবার পরিশোধ হয় বার জন্য দায়িত্ব নেয়া।
২। চাষিদের হাতে কলমে শিক্ষা দেবার জন্য বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা করা।
৩। ফলন বাড়ানোর জন্য সকল প্রকার চেষ্টা নেয়া, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ যথাযথ ব্যবহারোপযোগী করা।
৪। ন্যায্য মূল্যে পাট ও অন্যান্য ফসল বিক্রির ব্যবস্থা করা।
৫। উন্নত পদ্ধতির চাষাবাদ সম্পর্কে যাবতীয় পোষ্টার বা অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করতে সাহয্য করা।
৬। পাট ও অন্যান্য ফসলাদির চাষাবাদ সম্পর্কে তথ্যাদি শুনতে উতসাহিত করা।
৭। উতকৃষ্ট খামারসমুহে “চাষি সম্মেলন” করা।
৮। ব্লকের চাষিদের সংগঠন করা ও সরকারের দেয়া সকল রকম সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যাবহার করার জন্য সরকারে সাতে পুর্ণ সহযোগিতা ও সমন্বয় রক্ষা করা।
৯। সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সাফল্যের জন্য সর্বদা চেষ্টা চালানো।

সমিতির প্রধান নিয়মাবলি

(ক) সমিতির সভ্যদের যোগ্যতা

১। ব্লকের যে সমস্ত গত পাট সৌসুমের কমপক্ষে ১/২ (আধা) বিঘা জমিতে পাটের চাষ করেছেন এবং আগামীতে ১/২ (আধা) বিঘার নিম্নে পাট চাষ করবেন না শুধূ তারাই সমিতির সাধারণ সভ্য হবেন। একটা চাষি পরিবার থেকে মাত্র একজন সভ্য থাকবেন।
২। কেবল মাত্র বাস্তবমুখী বিবিন্ন কাজে সহযোগিতা করবেন এবং সবরকম সরকারী ঋণ সময়মত পরিশোধ করার সামর্থ রাখবেন এরকম চাষি সমিতির সভ্য হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৩। সমিতির নিয়মকানুন মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।
৪। বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে।
৫। যে সমস্ত চাষি পূর্বের নেয়া পাট ঋণ পরিশোধ করেননি তারা সমিতির সাধারণ সভ্য হতে পারবেন কিন্ত ভোটার বা ভোট প্রার্থী হতে পারবেন না।

(খ) সমিতির কার্যকাল ও কার্য পদ্ধতি

১। প্রতি স্তরের সমিতির কার্যকাল ৩ বছর হবে।
২। অন্ততপক্ষে প্রতি মাসে একটা করে খপাচাসের কার্যকরী সংসদের ও প্রতি তিন মাসে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি দুই মাসে খপাচাস, জোপাচাস ও তিন মাসে বাপাচাসের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

জেলাভিত্তিক পাট চাষি সমিতির তালিকা

অঞ্চল ক্রম	অঞ্চলের নাম	জেলা ক্রম	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	খন্ড পাট চাষি সমিতির সংখ্যা
১	ঢাকা	১	ঢাকা	৫	৭৯
		২	গাজীপুর	৫	৮১
		৩	নারায়নগঞ্জ	৪	৪৫
		৪	নরসিংদী	৬	১৪১
		৫	মুনশিগঞ্জ	৬	১২৩
		৬	মানিকগঞ্জ	৫	৯২
		৭	টাংগাইল	১১	২৭০
	অঞ্চল মোট			৪২	৮৩১
২	ময়মনসিংহ	৮	ময়মনসিংহ	১১	৪০২
		৯	শেরপুর	৪	৭৪
		১০	নেত্রকোনা	৯	২০৩
		১১	জামালপুর	৭	১৭৬
		১২	কিশোরগঞ্জ	১২	২১০
	অঞ্চল মোট			৪৩	১০৬৫
৩	বরিশাল	১৩	বরিশাল	৪	৪৫
	অঞ্চল মোট			৪	৪৫
৪	ফরিদপুর	১৯	ফরিদপুর	৮	১৮৬
		২০	মাদারীপুর	৪	৯৮
		২১	রাজবাড়ি	৪	১০০
		২২	গোপালগঞ্জ	৪	৫৬
		২৩	শরিয়তপুর	৬	১০৭
	অঞ্চল মোট			২৬	৫৪৭
৫	খুলনা	২৫	সাতক্ষীরা	৩	৪৫
		২৭	নড়াইল	৩	৭৪
	অঞ্চল মোট			৬	১১৯
৬	যশোর	২৮	যশোর	৭	১৮৬
		২৯	কুষ্টিয়া	৬	১১১
		৩০	মেহেরপুর	২	৫৬
		৩১	চুয়াডাঙ্গা	৪	৭৪
		৩২	মাগুরা	৪	৭৮
		৩৩	ঝিনাইদহ	৬	১৪৪
	অঞ্চল মোট			২৯	৬৪৯
৭	রাজশাহী	৩৪	রাজশাহী	৬	৬০
		৩৫	নাটর	৪	৬৫
		৩৬	নওগাঁ	৫	৬৪
		৩৭	চাপাইনবাবগঞ্জ	১	৮
	অঞ্চল মোট			১৬	১৯৭
৮	বগুড়া	৩৮	বগুড়া	৯	২১৬
		৩৯	পাবনা	৮	১২৪
		৪০	সিরাজগঞ্জ	৭	১৫১
		৪১	জয়পুরহাট	৫	৫৩
	অঞ্চল মোট			২৯	৫৪৪
৯	রংপুর	৪২	রংপুর	৮	১৬০
		৪৩	কুড়িগ্রাম	৯	১৬২
		৪৪	লালমনিরহাট	৫	৮৭
		৪৫	গাইবান্ধা	৭	১৭৬
	অঞ্চল মোট			২৯	৫৮৫
১০	দিনাজপুর	৪৬	দিনাজপুর	৬	৬৬
		৪৮	ঠাকুরগাঁও	৪	৫৮
		৪৯	নীলফামারী	৬	১২৪
	অঞ্চল মোট			১৬	২৪৮
১১	চট্টগ্রাম	৫০	চট্টগ্রাম	৫	৪৮
		৫৩	লক্ষীপুর	৩	২৭
		৫৪	নোয়াখালি	২	২১
	অঞ্চল মোট			১০	৯৬
১৩	কুমিল্লা	৫৮	কুমিল্লা	৯	১৪৭
		৫৯	চাঁদপুর	৬	১২০
		৬০	বি,বাড়িয়া	৬	১৬৪
	অঞ্চল মোট			২১	৪৩১
১৪	সিলেট	৬২	হবিগঞ্জ	২	১০
	অঞ্চল মোট			২	১০
	সর্বমোট			২৭৩	৫৩৬৭